Sustainable development (2017 --- 2018)

Episode 46 : Building and material.

রচনাঃ – সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরামের পক্ষ থেকে অনুপমা সেনগুপ্ত।

চরিত্রঃ- সুবীর ও মজিদ (সিভিল ইঞ্জিনিয়ার), সার্ভেয়ার হরিহরণ, যাদব বাবু (পঞ্চায়েত প্রধান), মাতব্বর পরিমল এবং গ্রামের অধিবাসীরা (মহিলা, পুরুষ), মনোজ (বারো ক্লাসের ছাত্র), চা ওলা

পট ১

(পঞ্চায়েত অফিসে সবাই জড়ো হয়েছেন ... মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে ... গ্রামের মাতব্বর পরিমলের গলা সবার ওপরে ...)

পরিমল- এইবার ইকটু চুপ কর দিকিনি তোমরা ... এখুনি সুবীর আর মজিদদের নিয়ে পঞ্চায়েত বাবু এসে পড়লেন বলে ...

গ্রামবাসী ১ – চুপ করব! বল কিগো কাকা! চুপ করতে বল কেন? আজ আমাদের কত আনন্দের দিন গর্বের দিন ... এ আনন্দ কি চেপে রাখা যায়?

গ্রামবাসী ২ – যা বলেছন দিদি, আমাদের মানিকজোড় দুটা সুবীর আর মজিদ কদ্দিন বাদে ঘরে ফিরে এয়েছে বলত, দেখবার জন্য জানটা তো ছটফট করতিছে গো ... সে ছটফটানি যে বাক্যি হয়েই বেরাবে এ আর এমন কি কথা বাপু ... কি বল তোমরা ?

(সকলের হাসি)

গ্রামবাসী ৩ - সে আর বলতি! ... তা, ও পরিমলদা, ওরা তো কাল বেশ রেতের বেলা এয়েচে তুমি তো ওদের দেখেচ, তা সবাই ভাল আছে তো? সুবুর মা তো আজ কয়দিন ধরে দেখা হলেই খালি ছেলের কথা বলতিছেল আর চোখ মুছতিছেল ...

গ্রামবাসী ৪ - আরে সে তো খুসির কান্না ... বাপ মরা ছেলেটাকে কত কষ্ট করে টাকা পয়সা জোগাড় করে ওর মা ওকে পড়তে পাঠিয়ে ছিল বলত, আজ সে ছেলে মানুষ হয়ে ঘরে ফিরে এয়েছে ... (সহানুভূতি)... তা কান্না তো একটু পাবেই চাচি ...

গ্রামবাসী ১- সত্যি আজ আমাদের জগাদা বেঁচে থাকলে (কান্না ভেজা গলায়) কি খুশিটাই না হত ...

গ্রামবাসী ৪ হ্যাঁ, মনে পড়ে গো মনে পড়ে, জগাদা দিনমজুরের কাম করতে বড় বড় শহরে যেত আর আমাগো সাথে যখনই গল্প করত তখনই ছেলে সুবুরে নিয়া ওর স্বপ্নের কথা কইত ...(হালকা মিউজিকাল এফেক্ট)

গ্রামবাসী ১- আজ জগাদার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে গো ... ছেলে বাড়ি বানানর বড়সাহেব হইয়েছে, ঐ যে কি যেন বলে ও পরিমলদা বল না গো ... ইঞ্জিনার না কি ...

পরিমল – হ্যাঁ হ্যাঁ ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে ... সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ...

গ্রামবাসী ১- ওই ওই হল বাপু ... ইঞ্জিনির বাবু ...

গ্রামবাসী ২- আর আমাদের রহিম চাচার পোলা মজিদও তো কম যায়না ... কেমন মজা দ্যাখ, সুবী আর মাজ্জু সেই ছোটোবেলা থেকেই মানিকজোড় গলাগলি ভাব ... এক্কেবারে যেন রাম-রহিম...

গ্রামবাসী ৪- তা যা বলেছ ভায়া ...

গ্রামবাসী ২ - ওরা পড়তিও গেল একসাথে, পাশও দিল একসাথে ... আবার কাম কাজও নাকি একই সাথে করে গো ...

গ্রামবাসী ৩- আর এই বাইরে পড়তি যাবার আগে পর্যন্ত গেরামের সুখে-দুখে, অসুখবিসুখে পোলা দুইটা সক্কলের আগে ঝাঁপায়া পড়ত ... মনে আছে? বড্ড ভাল ছেলে দুটা ...

গ্রামবাসী ২- হ্যাঁগো হ্যাঁ, খুব মনে আছে ... আমি তো আমার ছেলেটারে বলি বড় হয়ে সে যেন তাদের সুবীদাদা আর মাঞ্জুভাই এর মত হবার চেষ্টা করে ... আচ্ছা শুনলুম সাথে নাকি আর একটা ছেলে এয়েছে

পরিমল – হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর নাম হরিহরণ ... হরিহরণ বম্বের ছেলে ওদের সাথেই সারভের কাজ করে ... ওরা তিনজন খুব বন্ধু ... কি ভাল ব্যবহার আর ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গলায় কি সুন্দর কথা বলে কি বলব! জানত, কাল যখন ওদের আনতে ষ্টেশন গেলাম তখন আসার পথে আজকালকার বাড়ি বানানর নতুন নতুন নিয়ম নতুন নতুন উপকরণ এইসব নিয়ে ওরা অনেক কথা কচ্ছিল .... কি সব নয়া প্ল্যান ট্যানের ব্যাপার আছে আমাদের গ্রামে ... এটাও শুনলুম ...

গ্রামবাসী ৩- নয়া প্ল্যান? নতুন উপকরণ? সে আবার কি গো? বাড়ি বানাতে তো সেই ইঁট, বালি, ছিমেন্ট, লোহার রড এইসব লাগে ... আমরা তো তাই জানি ...

গ্রামবাসী ৪ – তা এখানে কার বাড়ি বানাবে ওরা?

পরিমল- দেখ বাপু অতশত জানিনে ... তবে পঞ্চায়েত বাবুর সাথে কি কথা হয় তার ওপর সব নির্ভর করছে বুঝতে পারলে?

গ্রামবাসী - (একটু দূর থেকে একজন চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে) তা ও পরিমল, কই গো ওরা কই ... কখন আসবে?

পরিমল – ওই তো ... ওই তো ওরা এসে গেছে ...

(কোলাহল ওঠে “আসছে” “আসছে”)

পরিমল – আসুন আসুন যাদব বাবু ... সুবীর, মজিদ তোমরাও এস এস ভায়া... বোসো বোসো ... বইঠ যাও ভাই হরিহরণ ...

সুবীর – তুমি ব্যাস্ত হোয়োনা পরিমলকাকা ...

মজিদ – আরে আমরা তো ঘরের ছেলে ...

হরি - হাঁ জী হাঁ, বয়েঠ তে হ্যায়, ...

যাদব - দেখেছ ভায়ারা, তোমাদের দেখতে সব্বাই কেমন জড়ো হয়েছে?

সুবীর - তাইতো দেখচি কাকা ... কি যে আনন্দ হচ্ছে বলে বোঝাতে পারবনা

মজিদ- ঠিক বলেছিস রে নিজের গ্রামেরলোকের এই আন্তরিকতা ও ভালবাসা পাওয়ার সুখ ডিগ্রী লাভ বা চাকরি পাওয়ার আনন্দকেও ছাপিয়ে গেল .....

পরিমল- (চেঁচিয়ে) আপনারা সব বসেন বসেন, আমাদের পঞ্চায়েত প্রধান যাদব সামন্ত মশাই আপনাদের কিছু বলবেন ...

যাদব- (জোরে গলা ঝেড়ে নিয়ে, খুসি হয়ে) সবাইকে নমস্কার আদাব, এই পঞ্চায়েতের আওতায় যাঁদের বাস তাঁদের জন্য একটা সুখবর আছে ...

(গুঞ্জন ওঠে “সুখবর?”, “কি সুখবর”, “তাই নাকি!”... ইত্যাদি)

হ্যাঁ, কিন্তু তার আগে আমাদের এই জোড়া মানিক ও তাদের বন্ধু সম্পর্কে কিছু বলি ...

গ্রামবাসী – (চেঁচিয়ে) সে আর বলতি হবে নাগো পঞ্চায়েত বাবু ... এতক্ষণ ধরি পরিমল আমাদের কাছে সব বলেছে গো সব বলেছে ... ওদের নেকাপড়া, কাজকম্ম আর ওদের স্বভাব-চরিত্রি, ইচ্ছে অনিচ্ছের কথাই তো এতক্ষণ ধরে শুনছিলুম আমরা

যাদব- বাহ বা, পরিমল তো তাহলে দেখচি আমার কাজ খানিকটা এগিয়েই রেখেছে ...যাক, আমি তাহলে সরাসরি আমার প্রস্তাবে আসি ... আমার প্রস্তাব শুনে আপনারা যদি সহমত হন তা হলেই আমরা একটা প্ল্যান একটা পরিকল্পনা করব ...

(গ্রামবাসীরা – "কিসের প্ল্যান?" "সেই ভাল" "ঠিক ঠিক" "তা শুনি কি পরিকল্পনা" ইত্যাদি বলবে ...)

যাদব – দেখুন, আমাদের এই অঞ্চলে যেসব জমিতে কোনও চাষবাস হয়না বা জলাজমিও নয় সেখানে একটা পার্ক করার কথা আমার অনেকদিন থেকে মাথায় ঘুরছে, পঞ্চায়েতের মিটিংএ কথাটা পেড়েও ছিলাম, কিন্তু নানা কারণে সেটা তেমন দানা বাঁধেনি, তবে এখন সেটা আবার ভাবা যেতেই পারে কারণ এখন আমাদের এই গ্রামের ছেলে সুবীর আর মাজিদ সেটার দায়িত্ব নিতে পারবে...

গ্রামবাসী – পার্ক? পার্ক মানে তো বাচ্চাদের খেলার জায়গা ...তাদের আনন্দ করার জায়গা ... সেখানে তো আর বাড়ি হবে না তাহলি সেখানে এই ইঞ্জিনিয়ার ভায়ারা কি করবে? (গুঞ্জন ওঠে "সত্যি তো", "সে তো একটা ঘেরা মাঠ")

সুবীর – আমি, আমি বলছি ... পার্কে বড় বড় বাড়ি হয়না এটা ঠিক কিন্তু কয়েকটা ছাউনির নীচে পাকা পোক্ত বসার জায়গা, একটা কি দুটো শৌচাগার, ছোটো ছোটো চায়ের দোকান এইসব তো হতেই পারে ... তাতে পার্কের আকর্ষণ বাড়বে ...বড়রাও আসবেন সেখানে ...

গ্রামবাসী – বাহ এটা তো বেশ বলেছ বাছা ...

মজিদ - শুধু তাইনা চাচা, এ ছাউনি যে সে ছাউনি হবে না, তাছাড়া দোকানগুলির মাথায় সৌর প্যানেল বসিয়ে পার্কের আলো, শৌচাগার ও দোকানের জন্য বিদ্যুৎ এসবেরও ব্যাবস্থা করা যেতে পারে।

হরিহরণ – (কথায় হিন্দি টান) আর এই সব হোতে হোবে ইকোফ্রেন্ডলি উপায়ে, মানে আশপাশের বাতাস, গাছপালা, লোকজন, ছোট ছোট প্রাণী, পাখি এ সকলের কথা মাথায় রেখে কারণ এদের সকলকে নিয়েই তো আমাদের আনন্দ করা ও ভাল থাকা, মানে পরিবেশকে সুস্থ সুন্দর রাখা ... তবেই তো উন্নয়ন টিঁকে থাকবে

গ্রামবাসী – হ্যাঁ,হ্যাঁ, আমার মেয়ের ইস্কুলের বইতে 'পরিবেশ বাঁচাও' "উন্নয়ন" এই কথাগুলো ঘুরে ফেরে বার বার দেখেছি ...

সুবীর – কাকা, শুধু বইতে দেখলেত চলবেনা ... সময় এসেছে সেটা কাজে করে দেখানর ...

গ্রামবাসী ১- আচ্ছা বাবারা, পরিমলের কাছে শুনছিলুম বাড়ি তৈরির নাকি সব নতুন নতুন উপকরণ হয়েছে ... সে কি এই সব এই পরিবেশের কথা মাথায় রেখে?

মজিদ – কাকি আপনি তো এক্কেবারে আসল কথাটা ধরে ফেলেছেন ... শুনলে অবাক হবেন যে এই নতুন উপকরণের জন্য শুধু পরিবেশ নয় অর্থও বাঁচানো যাবে

হরিহরণ- আর জানবেন কি যে মজার কথা হল সেই উপকরণের একটা অংশ জোগান দিতে পারবেন আপনারাই ... আপনাদের ফেলে দেয়া জিনিস দিয়ে ...

গ্রামবাসী ২ – কি বলছ গো বাবা? ফেলে দেয়া জিনিস দেব তোমাদের ?

গ্রামবাসী ৩ – আমি তো ভাবলাম আমাদের কিনে দিতে হবে ...

(হরি,সুবী,মজ্জি তিনজনেই হেসে ওঠে)

সুবীর – না না পয়সাকড়ি খরচের প্রশ্নই নেই ... আচ্ছা একটা কথা বলুন তো, আপনারা নিশ্চয় জানেন যে আজকাল কি শহর কি গ্রাম সব জায়গায় প্লাস্টিকের বোতলের ব্যবহার কি হারে বেড়ে গেছে ... আপনারাও তো ব্যবহার করেন তাই না?

(গুঞ্জন ওঠে – "হ্যাঁ, তা তো করি", "আজকাল বোতল বলতে তো প্লাস্টিকই দেখি" ... "কাঁচের বোতল তো খুব কমে গেছে!" ...)

মজিদ- একদম ঠিক বলেছেন, এবার থেকে বোতলগুলো আর ফেলে দেবেন না .. জমিয়ে রেখে দিন; পঞ্চায়েতের প্রস্তাব সরকারি অনুমোদন পেলেই কাজ শুরু হবে আর আপনাদের জমানো বোতল সব কাজে লাগবে ...

গ্রামবাসী১- কিন্তু বাবা, এগুলো তোমাদের কি কাজে লাগবে?

হরিহরণ – লাগেগা জরুর লাগেগা মাইজি... এগুলির ভিতরে বালি ভরে এগুলি বিলকুল একটা ইঁটের মত হোয় জায়গা ... তারপর জরুরত মাফিক মত সিমেন্ট দিয়ে দিব্যি পর পর গেঁথে দিবে... আউর একটা মামুলি-ইঁট ও বোতল-ইঁট এর মধ্যে দামের তফাৎ হবে প্রায় নয় রুপিয়া ... তাহলে খরচ কমল না বাড়ল?

(গুঞ্জন ওঠে "ও মা" "বলকি!" "কি ভাল"... ইত্যাদি)

সুবীর – আর যে সিমেন্ট ব্যবহার করা হবে তাতে মেশান থাকবে ধান ভানবার পর যে খোসাটা পাওয়া যায় তার পোড়া ছাই.. ইংরাজিতে বলে RHA Concrete (rice husk ash concrete).

গ্রামবাসী ২ – বাপরে বাপ, বলিস কিরে তোরা !?

মজিদ – হ্যাঁ চাচা, এই RHA এর মধ্যে এমন সব গুণ আছে যাতে বাঁধুনির ক্ষমতা খুব বাড়িয়ে দেয় তাই সারা দেশেই এখন এর খুব চাহিদা ...

গ্রামবাসী ৪- এটা আর একটু বুঝিয়ে বলবে ভায়া ...

মজিদ – বলছি ... বাজারে প্রচলিত সিমেন্টের প্রায় ৬০% হল ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা চুন; গাঁথনির মশলা মাখার সময় জল পেয়ে যা থেকে ভাল পরিমাণ ক্যালসিয়াম

হাইড্রক্সাইড বেরোয় যা আল্লিক পরিবেশে সিমেন্টের গুণমান কমিয়ে দেয় ও গাঁথনি মজবুত হয়না কিন্তু RHA ও বালি তার সাথে মিশে এই সমস্যা দূর করে

গ্রামবাসী ৩- দেখ বাবা আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, অতশত তো বুঝিনা তবে এলাকার উন্নতি করার জন্যি পরিবেশ ভাল রাখার জন্যি যা করতে কইবে আমরা তা করব ... তোমাদের ওপর সে বিশ্বাস আমাদের আছে ...

(গ্রামবাসীদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে)

"দিদি একদম আমার মনের কথাটা কয়েছ", "হ্যাঁ বাবা তোমাদের মুখে এরাম কথা শুনতি বেশ লাগছে"..... "আরও কিছু নতুন নতুন কথা বল দিকিনি বাছারা"

সুবীর – হ্যাঁ, বাড়ির জন্য নতুন নতুন উপকরণের মধ্যে আছে প্লাস্টিক ইঁট, RHA এবং আখের ছিবড়া আর কৃষিজাত পণ্যর বর্জ্য থেকে তৈরি বোর্ড...

গ্রামবাসী ৩- বলকি বাছা! আখের ছিবড়াও আবার কাজে লাগে?

হরিহরণ - হাঁ, এই বোর্ড খুব হালকা আছে, এ দিয়ে এমন এমন কাজ হয় যা এতদিন দামি কাঠের ফাইবার বোর্ড দিয়ে করা হত ... এতে করে তিনটা উপকার হয়, এক ফেলে দেওয়া চিজ মানে বর্জ্য কাজে লাগে, দুই পয়সা কম লাগে, তিন গাছ বাঁচে...

গ্রামবাসী - হুম তাইতো!! এটা তো বেশ ভাববার বিষয় ...

সুবীর - কাঠের পরিবর্তে বাঁশের ব্যবহারও এখানে উল্লেখ করা যায়, এটাও পরিবেশবান্ধব ও আর্থিক সাশ্রয়কারি উপায় ... বাঁশের করোগেট শিট দেখতেও সুন্দর আবার টেঁকসইও বটে ... উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে তো আজকাল এইসব খুব চলছে ... আমরা তো পার্কের বসবার জায়গায় ছাউনি হিসাবে এর কথাই ভেবে রেখেছি, অ্যাসবেসটস বা গ্যাল্ভানাইজড স্টিল শিট আর ব্যবহার করবনা.. এখন

আপনাদের আশীর্বাদে কাজটা তাড়াতাড়ি শুরু করতে পারলে আমাদের খুব ভাল লাগবে ...

যাদব – তাছাড়া স্কুলে স্কুলে বোতল-ইঁটের সাহায্যে কম খরচে শৌচাগার করার কথাও ওদের ভাবনার মধ্যে আছে ... যাদের বাড়ি এখনো পাকা শৌচাগার নেই তারা আবেদন করতে পার ..... তাহলে এলাকার বন্ধুরা আপনারা সকলে পঞ্চায়েতের প্রস্তাবকে সমর্থন করছেন তাইতো?

গ্রামবাসী – (সমস্বরে) আলবাত সমর্থন করছি ...

যাদব – ঠিক আছে সবাইকে ধন্যবাদ, আমরা সব কাগজপত্র রেডি করি আপনারা সময় করে সই দিয়ে পার্কের জন্য আপনাদের সমর্থন জানিয়ে যাবেন কেমন ... তাহলে সভা আজকের মত এইখানেই শেষ করছি ...

(আবহসুর ... সকলে খুশি প্রকাশ করতে করতে চলে যাবে ...)

(পট পরিবর্তনের মিউজিক)

পট ২

(সুবীরের বাড়ি দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর তিনজন বসে আড্ডা দিচ্ছে ... এমন সময় সাইকেলের বেলের আওয়াজ ও সুবীরের নাম ধরে কেউ ডাকল)

আগন্তুক- সুবীরদা ও সুবীরদা দরজা খোলো ... আমি মনোজ ...

সুবীর- আরে মনোজ! আয় আয় আমরা তোর কথাই আলোচনা করছিলাম ...

মাজিদ – তোর ব্যাপারটা কিরে মনোজ? প্রায় দিন পনেরো whatsapp, facebook কোথাও তোর পাত্তাই নেই, ভাবছি কি হল আমাদের ছোট্ট বন্ধুটার ... ফোনটাও সুইচ অফ ব্যাপারটা কি?

মনোজ – ইস কে ছোটো, আমি? আমার তো বারো ক্লাশের টেস্ট পরীক্ষা চলছিল ... শুনলে হাসবে মা তাই মোবাইলটা লুকিয়ে রেখেছিল ...তাই আর তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি... পরীক্ষা তো সবে কাল শেষ হল ... (সকলে হাসে ওঠে)

সুবীর- (গম্ভীর হয়ে) তাহলে তারপর কল করিসনি কেন? তুই তো জানতিস যে পঞ্চায়েতের কজে আমরা গ্রামে আসব ...

মনোজ – ভাবলাম তোমাদের আরও একটু চিন্তায় ফেলি হা হা হা

মাজিদ- বটে? এদিকে আজ সকালেও তোকে দেখতে না পেয়ে আমরা প্ল্যান করছিলাম বিকেলে তোর বাড়ির দিকে যাব ...

মনোজ – ওঃ তাহলে তো দারুণ হবে ... চল চল, আমি মাকে বলে দিচ্ছি যে রাতে তোমরা আমদের বাড়ি খাবে ও থাকবে... খুব মজা হবে... সারা রাত খুব গল্প করব, কি হরিদা সবাই রাজি তো? মাসিমার কাছ থেকে পারমিশান তোমরা নাও ...

হরিহরণ- ও কে বাবা ওকে, হাম লোগ একদিন জরুর যায়েঙ্গে তুমহারি ঘর ... দোস্ত আভি চল, ইয়ে ভিলেজ কো থোড়া ঘুমকে দেখনা হ্যায় ...

মনোজ- দারুণ হবে তোমরা এস আমি ততক্ষণ সামনের মোড়ে সাইকেলের দোকান থেকে তিনটে সাইকেলের ব্যবস্থা করে ফেলি ... আর মাকেও ফোন করে জানিয়ে দি ... তোমরা কিন্তু দেরি কোরোনা শীতের বিকেল তো তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে নামবে ... জলদি জলদি এস ... আমি দোকানে আছি ...

(পট পরিবর্তনের মিউজিক)

পট ৩

(চারজন চলেছে, কথার মাঝে সাইকেলের বেলের আওয়াজ হবে),

মনোজ – আজ সকালে তোমাদের মিটিং তো দারুণ হয়েছে!!

সুবীর – তোকে কে বলল?

মনোজ – বাবা বলছিল; আর এই তো সাইকেলের দোকানের লোকটাও বলছিল ... সারা গ্রাম খুব উত্তেজিত তোমাদের নিয়ে ... প্লিজ আমাকে একটু বলনা সে সব .....

মজিদ – হুম, ... তার আগে তুই বল বাড়ি তৈরির প্রয়োজন হয় কাদের?

মনোজ – উম ... সব প্রাণীদেরই হয় ... মানে ঠিক বাড়ি না হলেও একটা আশ্রয় সব প্রাণীদেরই দরকার ...

সুবীর – ঠিক, সাধারণত বন্য প্রানিরা আশ্রয় নেয় পাহাড়ের খাঁজে গুহার ভেতরে অথবা মাটির তলায় মানে প্রাকৃতিক পরিবেশে ... পাখিরা আশ্রয় নেয় গাছের ডালে, অবশ্য ডিম পাড়ার সময় তারা প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা খড়কুটো দিয়ে বাসা বানায়; কিন্তু সেটা তাদের সাময়িক আশ্রয় ...

মনোজ – হ্যাঁ, সেভাবে দেখলে একমাত্র মানুষই পাকাপোক্ত ভাবে স্থায়ী থাকবার জায়গা তৈরি করে ... তাইতো?

হরি – আর এইটা করতে গিয়ে তারা যেমন ব্যবহার করেছে, বলা ভাল ধ্বংস করেছে প্রাকৃতিক সম্পদ তেমনই ব্যবহার করেছে কৃত্রিম সব উপকরণ

মনোজ- যার ফলে দেখা দিয়েছে দূষণ ... পরিবেশ দূষণ!!

হরি – একদম ঠিক বাত বলেছ ভাইয়া ... তাই পরিবেশ বাঁচাতে, বলা ভাল নিজেদের ভবিষ্যৎ বাঁচাতে আজকের দুনিয়া তৈয়ার করছে ‘গ্রীন বিল্ডিং’

মনোজ - ‘গ্রীন বিল্ডিং’?

সুবীর – হ্যাঁ, এর বৈশিষ্ট হল বাড়ির ছাদে থাকবে (১) সৌর প্যানেল ও বায়ু চালিত বিকল্প শক্তির ব্যবস্থা, (২) জলের অপচয় রোধে নিজস্ব সুষ্ঠু পরিমিত জল বন্টন ব্যবস্থা (৩) উষ্ণমানের থারমাল উইন্ডো বা জানালা বসান যাতে করে দিনের আলোর সদ্ব্যবহার হয় ও শীততাপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্রের ব্যবহার কমান যায় আর (৪) নম্বর হল নির্মাণের জন্য যেখানে বিল্ডিং মেটিরিয়াল ও টেকনোলজির ক্ষেত্রে অনুমোদিত সংস্থার উপকরণ ব্যবহার করা হয় সেটাই হল 'গ্রিন বিল্ডিং'

মনোজ – ও বুঝলাম .....

মজিদ- অপ্রচলিত শক্তি ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা, বর্জ্য জল শোধন করে তা আবার বাগান ও টয়লেটে ব্যবহার করা, এবং **CFL, LED** বাল্ব ও সঠিক বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে বিদ্যুতের বিল কম করার ব্যবস্থা যেসব বাড়িতে থাকবে সেটাই 'গ্রিন বিল্ডিং' ...

মনোজ – আচ্ছা মানুষ তো খালি নিজের থাকার জন্য বাড়ি বানায় না ... অফিস, কলকারখান, স্কুল কলেজ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, সিনেমা হল, হোটেল, স্মৃতিসৌধ, এসবও তো বিল্ডিং বা নির্মাণ প্রকল্পের অন্তর্গত তাইনা?

হরি – ইয়ে তুমনে বহত খুব বোলা মনোজ ভাইয়া ... আজকাল মানুষের জীবন এইসবের সঙ্গে একদম জড়িয়ে গেছে ... জরুরত মাফিক এই ধরণের বিল্ডিং এর চাহিদা যে বেড়ে গেছে তা অস্বীকার করা যায় না ...

মজিদ – তাছাড়া সমীক্ষা থেকে জানা যায় ১৯৫০ থেকে ২০০০ সালের ভিতর লোকসংখ্যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুন হয়েছে তাই হু হু করে বেড়েছে আবাসন ও অন্য বিল্ডিংয়ের সংখ্যাও ... আর এটা এখন সারা বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কমন বা সাধারণ সমস্যা ...

সুবীর – ওরে এবার তো একটু চা নাহলে চলবেনারে ... আচ্ছা সামনের বাঁহাতে মোড় ঘুরলে সেই দিবাকরদার চায়ের দোকানটা কি এখনো আছে? ওখানে একটু বসব রে

মনোজ – এতক্ষণ সাইকেল চালিয়ে পা ব্যাথা করছে তোমাদের ?

মজিদ – হ্যাঁরে, আসলে আমাদের অভ্যাস নেইতো ... চল চল দেখি ... হ্যাঁ হ্যাঁ ওইতো সেই দোকানটা ... অবশ্য কাল আম্মির কাছে শুনছিলাম যে দিবাকরদা দোকানটা বেচে দিয়ে শহরে চলে গেছে ... সে যাক ... চা টা পেলেই হল

সুবীর - যা বলেছিস ...চল চল ... ও ভাই আমাদের চারটে চা দাও তো, ... লেবু চা হবে?

দোকানি- হবে বাবু, আজকাল তো নেবু চা, নাল চা এইসবই বেশি চলতেছে, দুধ-চিনি দিয়ে চা আর লোকে বেশি চায়না, ও নাকি শরীরের পক্ষে ভালনা ...

হরি- ভেরি গুড, ভেরি গুড, দাও দাও... সঙ্গে বিস্কিট ভি দেনা ...(চায়ে চুমুক দিয়ে)... আঃ, মনোজ, এখানে দো বাত শোচনেকা হায় এক, এখানকার লোগ ভি হেলথ নিয়ে সচেতন হয়ে গেছে আউর দুসরা, এই যে তোমাদের দিবাকরদা গ্রাম ছেড়ে শহর চলে গেল এমন তো প্রচুর লোগ শহর যাচ্ছে আর সেখানে ভিড় বাড়ছে তাই বাড়ির সংখ্যা বাড়ানর দরকারও বেড়েই চলেছে .....

সুবীর – জলাভূমি বুজিয়ে গাছ কেটে জমি অধিগ্রহণ করছে ও প্রয়োজন মেটাতে গড়ে উঠছে সাধারণ মানের জনবসতি ...

মজিদ – জানিস মনোজ, আমেরিকায় একটা সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে সারা দেশে উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তির ৫০% টেনে নিচ্ছে এই ধরণের বিল্ডিংগুলো আর বাণিজ্যিক কারণে ব্যয় হচ্ছে আরও ৪৩% ...

সুবীর – তাছাড়া এই বিল্ডিংগুলি থেকে প্রায় ২০.৮% ও ১৮% CO_2 নির্গত হয় এমনকি সমীক্ষায় এও বলেছে যে কোনো কোনো বিল্ডিংয়ে ঘরের ভিতরের পরিবেশও হাঁপানি এবং ক্যান্সারের মত মারাত্মক রোগের কারণ হয়ে উঠেছে ...

মনোজ – বলকি!!

হরি – হাঁ, এই জন্য সেখানকার জ্বালানী ব্যবস্থা, বাড়ি তৈরির উপকরণ, আসবাবের ধরণ, ব্যবহৃত রং এবং আবর্জনা সংগ্রহ ও তার পরিশোধন ব্যবস্থা সব মিলিয়ে একটা বিল্ডিংয়ের সার্ভে রিপোর্ট তৈরি হয় ...

মজিদ – তাই হাসপাতাল, স্কুল, ও অফিস বিল্ডিংয়ে এ ব্যাপারে বিশেষ নজর দেয়া হয় ...

সুবীর – কিরে মনোজ অমন মুখ হা করে কি ভাবছিস? নে ওঠ ওঠ, হল চা খাওয়া?

মনোজ- না ভাবছি একটা বাড়ি তৈরি মানে কত দায়িত্ব ..... (একটু চিন্তিত হয়ে) আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন আছে ... সারা পৃথিবীর ভূপ্রকৃতি ও সেখানকার জলবায়ু আবহাওয়া একরকম নয় আবার বিপর্যয়ের ধরণও এক নয় তাহলে এই বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে যে কোনও নির্মাণ কাজের রূপরেখারও তো আলাদ আলাদা হবে তাইনা?

হরি – (খুশি হয়ে) কেয়া বাত মনোজ, এই জন্য তুই এত বাচ্চা হয়েও আমাদের ফ্রেন্ড, তুই তো দারুণ একটা পয়েন্ট তুলেছিস, হ্যাঁ ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা এবং ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস কবলিত জায়গা এই সব ক্ষেত্রে বাড়ি তৈরির উপকরণ কখনো এক হতে পারেনা--

সুবীর – আবার পাহাড়ি এলাকায় ভূকম্পন, মেঘভাঙ্গা বৃষ্টি, ভূমি ধ্বস ইত্যাদির কথা মাথায় রেখে নির্মাণ কাজে স্থান ও উপকরণ নির্বাচন যে কত গুরুত্ব পূর্ণ তা আমরা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি ... তাই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা, ঘর বাড়ি ও

জীবনযাত্রার মান যত তাড়াতাড়ি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া যায় সে এলাকাগুলিই তত উন্নত বলে চিহ্নিত হয় ...

মজিদ – সুবু, দেখ দেখ এতক্ষণ খেয়ালই করিনি আমরা সেই ভাঙ্গা মন্দিটার কাছে এসে পড়েছি ...

সুবীর – আরে তাইতো ...চল চল গিয়ে বসি সেই ছোট বেলার মত ... কতদিন পর এলাম ...

হরি – বাপরে কিতনা পুরানা হ্যায়, ইয়ে কেয়া অ্যায়সাই রহতা হ্যায়? চল চল ভিতরে গিয়ে দেখি ... (অবাক হয়ে) আরে কোই মুরত ভি নেহি ... আউর ইধার দেখ এটা চুন সুরকির গাঁথনি, নো সিমেন্ট

মজিদ - আর ইঁটগুলো কত ছোটা সাইজের দেখেছিস ...

মনোজ- এইরে ... তোমরা কি আবার এখানে এসে গবেষণা শুরু করলে নাকি (সকলে হেসে ওঠে)

সুবীর- "গবেষণা" কথাটা কিন্তু মন্দ বলিসনি মনোজ, এই মুহূর্তে আমরা গবেষণা না করলেও পুরান বিল্ডিং নিয়ে কিন্তু অনেক চিন্তা ভাবনা ও কাজ হয়েছে ও হচ্ছে কারণ পুরানো বাড়ি সংরক্ষণ হল সুস্থায়ি উন্নয়নের একটা অঙ্গ ...

মনোজ – সেটা কি ভাবে?

মজিদ – পুরানো বাড়ি বা কনস্ট্রাকশন হল অতীতের শিল্প-সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা ও প্রযুক্তিবিদ্যার জলজ্যান্ত প্রমাণ ... তাই এদের মুল্য অপরিসীম তবে হ্যাঁ, এভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে নয় ...

মনোজ – তাহলে কি ভাবে?

সুবীর – উপযুক্ত পরিকাঠামোর সাহায্যে সংরক্ষণের মাধ্যমে সেই বিল্ডিংকে আবার ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হবে নতুন আঙ্গিকে যেমন কোনোটা পরিণত হবে লাইব্রেরিতে কোনোটা বা মিউজিয়ামে ... এইসব সংগ্রহশালায় থাকবে স্থানীয় ঐতিহ্যর নিদর্শন আর তার ইতিহাস ... যেহেতু এই মন্দিরে কোনও বিগ্রহ নেই তাই এখানে দিব্যি একটা লাইব্রেরি ও তার সংলগ্ন জমিতে সুন্দর একটা বাগান হতে পারে ...

মজিদ – আর তাতে করে ঐতিহ্যরক্ষা ও নির্মল পরিবেশের মেল বন্ধনের মধ্যে দিয়ে হবে গ্রামের উন্নয়ন যেখানে স্থানীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কিছু স্থানীয় লোকজনের কাজের সুযোগও তৈরি হবে ; একটা উদাহরণ দেই... লন্ডনের একটা পুরানো 'পাওয়ার ষ্টেশন' বহু দিন থেকে বন্ধ পড়েছিল সেটাকে ভেঙ্গে না ফেলে তার ভেতর সামান্য অদল বদল করে গড়ে উঠেছে বইয়ের দোকান, ক্যাফেটেরিয়া ও রেসটরেন্ট। তাছাড়া সেখানে কি ভাবে পুরানো পদ্ধতিতে পাওয়ার জেনেরেটেড হত তার একটা সুন্দর ডকুমেন্টেশনও আছে .....

মনোজ – কিন্তু ওটা ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে গড়লে কি ক্ষতি হত? সেটা কি সুস্থায়ি উন্নয়ন হতনা ?

সুবীর না হতনা, কারণ অত বড় প্ল্যান্টটা ভাঙ্গতে যা এনার্জি বা শক্তি খরচ হত, অর্থ ব্যয় হত, তার থেকে কম খরচে সামান্য কিছু রদবদল করে নিয়েই সমাজের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয়েছে সম্পূর্ণ দূষণ মুক্ত উপায়ে ..... কারণ ভাঙ্গা মালের ধুলো বাতাসে মিশলে পলিউশনের মাত্রাও অনেক বেড়ে যেত

মনোজ- বাহ রে এ তো খুব ভাল উদ্যোগ!!

সুবীর- হ্যাঁরে, আজকের দিনে আমাদের সমাজ ও ব্যবহারিক জীবনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে শুধু বর্তমানের গণ্ডীতে আটকে থাকলে তো চলবেনা ভবিষ্যতের জন্য "সুস্থায়ি" তকমা তাকে অর্জন করতেই হবে ...

মজিদ – সর্বাঙ্গীণ ভাবে সুস্থায়ি উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে ২০১৫ সালে ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের শীর্ষ সম্মেলন হয় ... তাতে ২০৩০ পর্যন্ত সময়সীমা ধার্য করে যে সতেরোটি লক্ষ মাত্রা নির্দিষ্ট হয়েছিল ... তারমধ্যে এগারোতম লক্ষ-টি হল এই বাসস্থান ও অন্যান্য ইমারত নির্মাণ সংক্রান্ত

মনোজ – তারমানে আগামী ১৩ বছরে সকল জীবের জন্যে আমাদের এই পৃথিবীকে নিরাপদ করে তুলতেই হবে ... (আবহসুর বাজবে) (একটু থেমে) ও সুবীরদা , মজিদদা এবার ওঠো ... হরিদা চল চল ... বাড়ি যেতে হবে তো সন্ধ্যে হয়ে এল .....

সুবীর/মজিদ/ হরি – হ্যাঁরে চল চল এবার ওঠা যাক।

(নাটক শেষের মিউজিক)

-------x------